Modern Transformation of China (1839–1949)

:: তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি , অগ্রগতি ও অবদান ::

তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল ? এই বিষয়টি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় । তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইসরায়েল এপস্টেইন তার 'From Opium war to Liberation' গ্রন্থে বলেছেন তাইপিং অভ্যুত্থান বিশ্বের ইতিহাসে মানবমুক্তির অন্যতম মহাসংগ্রাম হিসাবে জনসাধারণের চেতনায় স্থান করে নেবে।

চীনের ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে ভিক্টর ইমানুয়েল স্যু টাইপিং আন্দোলনকে আধুনিক চীনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কৃষক বিপ্লব রূপে আখ্যা দিয়েছিলেন । ভিক্টর ইমানুয়েল সু এর মতে তাইপিং বিদ্রোহ প্রথম দিকে ছিল অংশত ধর্মীয় আন্দোলন এবং অংশত মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় ধারার থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও এই আন্দোলনের ভিত্তি কৃষক আন্দোলনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । মাঞ্চু শাসক দের দুর্নীতি ও অত্যাচারের ফলে কৃষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল । তাইপিং বা পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান ধর্মের মূলনীতির উপর আস্থা এবং পৌত্তলিকতা বিরোধী পন্ডিত হু সিউ চুয়ান কৃষক ও জনগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন । সুতরাং এই আন্দোলনের ধর্মীয় প্রকৃতি আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেই শেষ হয়ে যায় এবং কৃষকদের দুর্দশা দূর করার প্রচেষ্টায় এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল।

তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে চীনের ঐতিহাসিক হু সেঙ তার 'Imperialism and Chinese Polities' গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে , হু সিউ চুয়ান এবং সিউ চিঙ পরিচালিত টাইপিং আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল 1851 খ্রিস্টাব্দে। দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় মাঞ্চু শাসক দের স্বৈরাচারী শাসনের থেকে আত্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে টাইপিং আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন । তারা একটি স্বতন্ত্র সরকার গঠন করেছিলেন এবং তাদের গঠিত সৈন্যবাহিনী সম্রাটের উপর আঘাত করেছিল।

কৃষকদের দ্বারা গঠিত এই সৈন্যবাহিনীর অনেকেই খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিল । তাইপিং আন্দোলনকারীরা প্রধান কেন্দ্র কোয়াঙসি প্রদেশ থেকে যাত্রা শুরু করে হুনান ও হুপে প্রদেশ দুটি অধিকার করেছিল । মাঞ্চু সৈন্যদের পরাজিত করে তারা আনহুই প্রদেশ অতিক্রম করে ইয়াংসি নদীর অববাহিকা অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল । মাঞ্চু সৈন্যদের পক্ষ থেকে এই আন্দোলন তখন সম্পুর্ন দমন করা যায়নি । তিন বছরের মধ্যে তারা চীনের দুটি প্রদেশ নিজেদের কর্তৃত্বে আনতে সক্ষম হয়েছিল। 1853 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে হুঙ সিউ চুয়ানের নেতৃত্বে তার পরিকল্পিত স্বর্গীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল এবং নানকিং শহর তার রাজধানী রূপে পরিচিত হয়েছিল । এই সময় থেকেই টাইপিং আন্দোলন মাঞ্চু সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিচিত হয়েছিল।

জ্যা শ্যেনো তার Peasants Revolt in China – 1850 – 1849 ..... গ্রন্থে বলেছেন যে তাইপিং বিদ্রোহের কৃষক সম্প্রদায়ের যোগদানের ফলে কৃষক বিদ্রোহের উপাদান পাওয়া যায়। দরিদ্র কৃষকরা স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে চিনে তাইপিং দের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। স্থানীয় কৃষকরা ও সম্রাটের সৈন্যবাহিনীকে বাধা দান করেছিল। কৃষক সম্প্রদায় টাইপিং আন্দোলনে এক বৃহৎ শরিক হিসেবে যোগদান করেছিল। কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি , মাথাপিছু আবাদী জমির হাস , প্রাকৃতিক দুর্যোগ , মাঞ্চু শাসক দের অত্যাচার প্রভৃতি বিষয় কৃষকদের জীবনে দুর্দশা সূত্রপাত করেছিল। নানকিং সন্ধির ফলে চীনের বেশ কয়েকটি বন্দর উন্মুক্ত হয়েছিল। ক্যান্টন বন্দরের গুরুত্ব কমে গিয়েছিলো। ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ চীনের কি শব্দের অর্থ উপার্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরকম পরিস্থিতিতে হুঙ তার আন্দোলন শুরু করার ফলে কৃষক সম্প্রদায় উন্নতির আশায় এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল । চীনের সমাজের জমিদার জেন্ট্রি দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে কি সব সম্প্রদায়ের অভিযোগ ছিল। ফলে তাইপিং বিদ্রোহ কৃষক সম্প্রদায় যোগদান করে এদের বিরোধিতা করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

মালয় বিশ্ববিদ্যালয় ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক ও জার্মান পন্ডিত উলফগ্যাং ফ্রাঙ্ক মন্তব্য করেছিলেন টাইপিং আন্দোলনের নেতৃত্বে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নেতারা দরিদ্র শ্রেণীর ছিলেন। দরিদ্র কৃষক খনির মজুর তাইপিং বিদ্রোহ যোগদান করেছিল। তাই শ্রেণি চরিত্রের দিক থেকে কৃষক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও টাইপিং আন্দোলনকে বিদ্রোহ না বলে বিপ্লব বলা যেতে পারে।

ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের পথিকৃৎ মানবেন্দ্রনাথ রায় তার – Revolution and Counter Revolution in China গ্রন্থে তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ফরাসি বিপ্লবে প্রথমে বুর্জোয়া শ্রেণি ও পরবর্তীকালে কৃষক শ্রেণীর যোগদান করে তাইপিং বিদ্রোহও একই ধারা কে লক্ষ্য করে তিনি ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে এই বিদ্রোহের সাদৃশ্য পেয়েছিলেন। তার মতে, তাইপিং বিদ্রোহ ছিল চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করে ঐতিহাসিকরা বলেন যে তাইপিং বিদ্রোহ কে কখনোই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা যায়না । ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তাইপিং বিদ্রোহের কোনো সাদৃশ্য নেই ।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক অগাষ্টান লিন্ডন এর রচনা থেকে তাইপিং বিদ্রোহ কৃষকদের যোগদানের মধ্যে দিয়ে কৃষক বিদ্রোহের উপাদান পাওয়া গিয়েছিল । তাইপিং নেতৃবর্গ আফিমের ব্যবসা ও আফিম সেবন নিষিদ্ধ করেছিলেন। জুয়া খেলার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। শাসনতান্ত্রিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। টাইপিংরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করতে থাকেন। তাদের প্রচেষ্টায় নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং গণিকাবৃত্তি ও বিবাহযোগ্য কন্যা বিক্রি করার রীতি বন্ধ হয়েছিল। তাই তিনি তাদের এই সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার কর্মসূচি কৃষকদের আকৃষ্ট করেছিল। ফলে তাইপিং বিদ্রোহ সামন্ততন্ত্র বিরোধী সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করেছিল।

ইসরাইল এপস্টেইনও হুঙ সিউ চুয়ানের সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের বিরোধী কৃষক নেতাদের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট ওআই সি শি তার The Typing Ideology গ্রন্থে টাইপিং

আন্দোলন কি ধর্মীয় যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ বলেছেন। কিন্তু তাইপিং আন্দোলনকে কৃষক বিদ্রোহ বাকি সব বিপ্লব বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখেছিলেন। ভিনসেন্ট শি বলেছিলেন তাইপিং নেতৃবর্গ কৃষকদের জন্য আর্থিক উন্নতি ভূমি সংস্কার কর্মসূচি ও জমিদারদের উচ্ছেদ করতে পারেনি। তাইপিং অনুগামীরা ও অনেক সময় কৃষক দের নিচু নজরে দেখতো। ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন এই আন্দোলন লাভ করেনি। বিপ্লবাত্মক অর্থনৈতিক কর্মসূচিকেও কার্যকরী করা হয়নি। ফলে টাইপিং আন্দোলন কৃষক বিদ্রোহ তো নয়ই বরং কৃষক বিপ্লবও ছিলনা।

তাইপিং সরকারের কর্মসূচির মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাইপিং বিদ্রোহের ঘটনা বিশ্লেষণ করে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে তাইপিং বিদ্রোহের সূত্রপাত অগ্রগতি কার্যক্রম প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এই বিদ্রোহের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের প্রাথমিক অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাছাড়া তাইপিং বিদ্রোহের সময়ই চীনের সর্ব প্রথম শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ।

তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা নিজস্ব মতামত রেখেছেন। তাইপিং বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে চীনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য আন্দোলন। ব্যাপকতা জনসমর্থন ও কর্মসূচির দিক থেকে এই আন্দোলন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয়। তাইপিং বিদ্রোহের পরোক্ষ ও গভীর প্রভাবের কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে এই আন্দোলনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে আজও তাইপিং বিদ্রোহের বীরত্বপূর্ণ স্মৃতি মর্যাদা সহকারে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

তাইপিং বিদ্রোহীদের কেন্দ্র ছিল কোয়াঙসি অঞ্চল। 1847 খ্রিস্টাব্দে হুঙ সিউ চুয়ান ও তাদের সহকর্মীরা নিজেদের ঈশ্বরের পূজারী রূপে পরিচয় দিতেন। হাক্কা , মিয়াও , ইয়াও সম্প্রদায়ের কৃষকরা তাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। তাছাড়া মাঞ্চু বিরোধী জনগণ ও তাইপিং বিদ্রোহ যোগদান করেছিল। 1850 খ্রিস্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মাঞ্চু সরকারের সৈন্যবাহিনীকে সশস্ত্র ভাবে প্রতিরোধ করতে। এই বছরই টাইপিং অনুগামীদের সংখ্যা 10 হাজার অতিক্রম করেছিল। স্বর্গীয় রাজা রূপে হুঙ সিউ চুয়ানকে মেনে নিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতো।

1851 খ্রিস্টাব্দে টাইপিং অনুগামীরা দীর্ঘ কেসি বিদ্রোহ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পাঁচজন তাইপিং নেতাকে রাজা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। ইয়াং সিউ চিঙ পূর্বদিকের রাজা , ফেন উয়ুন শান দক্ষিণ দিকের রাজা , সিয়াও চাও কুয়েই পশ্চিম দিকের রাজা , উই চাঙ হুই উত্তর দিকের রাজা , শিন টা কাই সহকারি রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কৃষক , কাঠ কয়লা বিক্রেতা , খনি , মজুর , জলদস্যু , কুলি , সরকারি কর্মচারী ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাইপিং সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিল।

এইভাবে টাইপিং অনুগামীদের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাইপিং বিদ্রোহীরা 1852 খ্রিস্টাব্দে কোয়াঙসি ছেড়ে হুনানের দিকে অগ্রসর হলেন । হুনান এ বহুসংখ্যক কর্মচ্যুত কৃষক তাইপিং অনুগামীদের সঙ্গে যোগ দেন। হুনান থেকে অনুগামীরা ইয়াংসি নদীর উত্তর দিকে হুপেই অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং 1853 খ্রিস্টাব্দে নানকিং অধিকার করে নেয়। হুঙ সিউ চুয়ান নানকিং এ টাইপিংদের রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর তাইপিং বিদ্রোহীরা পিকিং অধিকারের জন্য উত্তর দিকে অগ্রসর হলেও পিকিং এ পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছিল। পিকিং এর দক্ষিনে তিয়েনসিনে তাদের অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। 1853 খ্রিস্টাব্দে থেকে 1864 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নানকিং টাইপিংদের অধিকারে ছিল।

1862 খ্রিস্টাব্দে তুঙচি পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ শুরু হয়েছিল। তুঙচি সরকার টাইপিং আন্দোলন দমনের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। তুঙচি সরকার তাইপিং আন্দোলন দমন করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজকীয় কর্মচারী কনফুসীয় পন্ডিত সেঙ কুয়ো ফ্যান এর উপর। সেঙ কুয়ো ফ্যান হুনান এ সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। তার শিষ্য লি হুঙ চ্যাঙ 70 হাজার সেনা বিশিষ্ট আনহউই সেনাদল গঠন করে । টাইপিং আন্দোলন দমন করার প্রস্তুতি শুরু করেন। সেঙ এবং লি ইয়াংসি উপত্যকা থেকে বিদ্রোহীদের অপসারিত করতে সমর্থ হয়। তাইপিং বিদ্রোহ সফল হলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ সন্ধির মাধ্যমে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা অর্জন করেছিল তা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন এই আশঙ্কায় আমেরিকা ও ব্রিটেন মাঞ্চু সরকারকে সামরিক সাহায্য দান করতে প্রস্তুত হয়েছিল ।

আমেরিকার সেনানায়ক ফ্রেডারিক টি ওয়ার্ড মাঞ্চু সরকারের সমর্থনে বিদ্রোহীদের দমন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । 1862 খ্রিস্টাব্দে তারপর পেয়েছিলেন ক্যাপ্টেন গর্ডন। তিনি মাঞ্চু সরকারের সমর্থনে বিদ্রোহীদের দমন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন । তিনি সং, লি এবং সো সং তাং নামক নেতাদের সহযোগিতায় 1864 খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তাইপিং বিদ্রোহের পরাজিত করে নানকিং অধিকার করেছিলেন । নানকিং অধিকারের আগেই তাইপিং বিদ্রোহের নেতা হুঙ সিউ চুয়ান আত্মহত্যা করেছিলেন। তাইপিং বিদ্রোহের শেষ পর্বে ইয়াংসি উপত্যকায় টাইপিং নেতা লি সিউ চেং এর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এইভাবে তাইপিং বিদ্রোহের অবসান ঘটেছিল।